MAR. 25 2002

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ: ... ...
পৃঃ ৩ কলাম ৬

ঢাবি [illegible] বর্ণাঢ্য আয়োজন ভাষা ও সংস্কৃতি মেলা

মেলার নাম শুনলেই তারুণ্য মনে একটি আনন্দের দোলা খেলে যায়, আর সেই মেলা যদি হয় নিজস্ব পরিসরে, একান্তভাবে নিজেদের মত করে, তাহলে তো আর আনন্দের শেষ নেই। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা এমনই একটি আনন্দ ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপন করছে ভাষা ও সংস্কৃতি মেলা-২০০২। মহান একুশে ফেব্রুয়ারীর সুবর্ণ জয়ন্তী, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও স্বাধীনতা দিবস ২০০২ উপলক্ষে আয়োজিত এই মেলা গতকাল থেকে শুরু হয়েছে এবং চলবে আগামীকাল ২৬ মার্চ পর্যন্ত। প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত থাকছে এই মেলা।

ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ভাষা আন্দোলনের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, বাংলা ভাষার নিদর্শনসমূহ এবং বাংলাভাষার উপর রচিত গ্রন্থাবলীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে এই আয়োজন। তাদেরকে উন্নত জ্ঞান বিজ্ঞানে সমৃদ্ধকরণ, সৃজনশীলতার পূর্ণ বিকাশ এবং তাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এখানে রয়েছে পর্যাপ্ত উপকরণ। এছাড়াও সুন্দর শিল্প সৃষ্টি, দেশীয় ঐতিহ্যের যথাযথ সংরক্ষণ এবং মেয়েদের নিজেদের তৈরী হস্তশিল্পের এ আয়োজন তাদের সৃজনশীল প্রতিভাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের একাডেমিক শিক্ষার সর্বোচ্চ কেন্দ্র হওয়া সত্ত্বেও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রশাসনিকভাবে বড় ধরনের কোন উৎসব আয়োজনের ব্যবস্থা ছিল না। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা দীর্ঘদিন ধরে এ ধরনের একটি উৎসবের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন। অবশেষে এই প্রথমবারের মত শুরু হলো ভাষা ও সাংস্কৃতিক মেলা-২০০২। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মল চত্বরে এক রঙিন সাজে চলছে এই আনন্দ আয়োজন। এর মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা একদিকে যেমন মহান ভাষা আন্দোলন এবং ভাষা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় মহান স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে জানতে পারছে তেমনি নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ, তথ্যের বিনিময় ও চিন্তার সমন্বয় করতে পারছে। গতকাল ২৪ মার্চ এক বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই ব্যতিক্রমধর্মী মেলার যাত্রা শুরু হয়। প্রায় চার লাখ টাকা ব্যয়ে বিসিকের সহযোগিতায় এই মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মেলায় হরেকরকমের প্রদর্শনী সমৃদ্ধ ১১০টি স্টল রয়েছে। মেলার পাশেই আকর্ষণীয় ডেকোরেশন ও লাইটিং-এ সাজানো মঞ্চ। এখান থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যার পর পরই শুরু হয় দেশের খ্যাতিমান শিল্পীদের গানের আসর। বিশেষ করে বাংলার আবহমান গ্রামীণ সংস্কৃতির অন্যতম বাহন ভাটিয়ালি গান এবং উপজাতীয়দের পরিবেশিত গান দর্শক-শ্রোতাদের মুগ্ধ করছে।

❑ হাবিব মুহাম্মদ